জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬৪ ইংরাজী 5th June, 1957 | ৪র্থ সংখ্যা

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৯ শকাব্দ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ কাপড়ে পটীতে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

এখানে দি মডার্ণ হোমিও রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট কোম্পানী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যাবতীয় হোমিও ইন্‌জেকশান এবং পেটেণ্ট ঔষধ কোম্পানীর দরে বিক্রয় হয়। ব্যবহারে ফল সুনিশ্চিত। এই মাত্র বাহির হইল ডাঃ সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত হোমিও ও বাইওকেমিক মতে **"বসন্ত চিকিৎসা"** মূল্য মাত্র আট আনা। ডাক্তার শীলের হোমিও ইন্‌জেকশান ও পেটেণ্ট ঔষধ কোম্পানীর দরে বিক্রয় হয়।

হ্যানিম্যান হল

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬৪ সাল।

সুখের নমুনা

আমাদের ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু কয়েকদিন আগে তাঁহার সুখের বহর দেখাইয়া তিনি যে সকল মন্ত্রী অপেক্ষা বেশি সুখী তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার পৈত্রিক ঘর-বাড়ী আছে, সম্পত্তি আছে। নিজের আয় ১৬০০ টাকার বেশি। মাত্র একটি কন্যা ও দুইটি দৌহিত্র আছে, কাজেই তিনি সব মন্ত্রীদের চেয়ে বেশি সুখী। তিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কথা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। জহরলালজী পত্নীর মায়া, কন্যার মায়া, দৌহিত্রদের মায়া ইত্যাদি মায়াতে আবদ্ধ কিন্তু আমাদের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ রায়ের কোন বালাই নাই। কোনও দিকে কোনও বন্ধন নাই। তিনি জোর গলায় বলিতে পারেন—আমার কোনও আকর্ষণ নাই।

"খেয়ে দিয়ে ন্যাড়া নাচে
কাল আছে গোবিন্দ আছে।"

হাঁরে তবুও তিনি পরার্থে কত ঝামেলা ঝঞ্ঝাট পোহাইতেছেন। আমরা আমাদের ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে আমাদের পশ্চিম বাঙলার মুখ্য মন্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে মিলিয়া পরস্পরকে পরস্পরের সহিত স্ব স্ব সুখের আলোচনা করিয়া কে বেশি সুখী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে একটা মস্ত সমস্যা মীমাংসা হইয়া যাইত।

আমাদের মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় এই অন্নাভাবের দিনে নানা রোগের দর্প খর্ব্ব করার যুক্তি দিয়া ভাতের বদলে ক্ষুধাতুরগণকে শাক পাতা খাইতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী জহরলালজীর মত একটি কন্যা ও দুইটি দৌহিত্র থাকিলে তাহাদের মঙ্গলার্থে এই শাক পাতা দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার সস্নেহ উপদেশ দিতে পারিতেন কিনা তাহা তিনিই বলিতে পারেন কিনা সন্দেহ।

ধনী হুজুরদের একটি সন্তান হইলে যে অন্নের কাঙাল দরিদ্রদের আটটি সন্তান থাকার প্রয়োজন হইত; এই মানুষ মারা বৈজ্ঞানিকদের যুগে তাহা উপলব্ধি করা কঠিন। হুজুরদের একটি হইলে কাঙালদের ৮টির দরকার এই বচন প্রমাণের জন্য একটি প্রাচীন গল্প বলিব—

এক রাজা বহুদিন নিঃসন্তান থাকিয়া কত দেবতার মানসা, কত যাগ-যজ্ঞাদির পর একটি অতি কৃশ কলেবর পুত্র সন্তান লাভ করিলেন। পুত্রটির গলায় কত দেব-দেবতার মাদুলী, কবচ ইত্যাদি দিয়া তাহার স্বাস্থ্য কামনা করা হইতেছে।

একদিন রাজা তাঁহার যে জমিদারীতে তাঁহার পাল্কী বহিবার সর্দ্দার বেহারার বাস সেই গ্রামে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্দ্দার বেহারা মাধব হুজুরকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া আসিয়া আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিল। রাজা মাধবকে দেখিয়া বলিলেন এইটি কি তোমার বাড়ী মাধব? মাধব সবিনয়ে হুজুরের প্রদত্ত এই বাসভবন তাঁহারই অনুগ্রহের নিদর্শন এই ভাব প্রয়োগ করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার ছেলে-পিলে কি মাধব? মাধব নাম ধরে সব ছেলে কয়টিকে ডাকিয়া রাজাকে তাহার বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ আটটি পুত্রকে দেখাইয়া তাহাদের রাজচরণে প্রণত হইতে উপদেশ দিল। রাজা তাহাদের স্বাস্থ্য দেখিয়া মাধবকে বলিলেন—মাধব তুমি খুব ভাগ্যবান তোমার ছেলেদের দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। আর আমার দশা তো জানো সব শেষে বাবা বৈদ্যনাথের ধামে হত্যা দিয়ে ঐ হাড় ক'খানা সার বদি (বৈদ্যনাথ) হয়েছে।

মাধব রাজাকে খুশি করার জন্য বলিল ধর্ম্মাবতারের একটি আর আমার আটটি। ভগবান বিচার করেছেন ঠিক। কথাটা শুনিয়া রাজা কুপিত হইয়া বলিলেন—তুমি কি পুণ্য কাজ করেছ যে তোমার বলবান বলবান আটটি ছেলে হবে আর আমার কি পাপে একটি রোগা ছেলে হবে? মাধব করজোড়ে বলিল, হুজুর আমি মূর্খ—কথাটা হুজুরকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারিনি তাই হুজুর কোপ করেছেন। ধর্ম্মাবতার আমার বলার উদ্দেশ্য—হুজুরের একটি পুত্র হইলে আমার আটটি হওয়া দরকার। হুজুরের যদি আটটি হয় তবে আমার চৌষট্টি ছেলে না হইলে আমি বেহারা জোগাব কি করে। হুজুরের একটি আমার আটটি ভগবান দিয়েছেন। হুজুরের এক এক ছেলের পাল্কী বইতে আমাদের আটটি দরকার। রাজা শুনে খুব আনন্দিত হইলেন

আজ আর সেদিন নাই। এক ড্রাইভার হলেই হুজুরদের ১৫।২০টি গুড়ের নাগরী বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে। যন্ত্র-দানবের এবং সেই যন্ত্র-চালকের হাতে প্রতিদিন কত নিরীহ মানব এক সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। আজ আর বালা বাড়ে, দুঃখ খণ্ডে" এই প্রবাদ অচল। কাজেই জন্মনিয়ন্ত্রণ করে রাজ্যের মানুষ কমাবার পরামর্শ দিতেছেন জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীরা। সুখ কাহাকে বলে মানুষের তাই ঠিক করতে পারা কঠিন। এখন যেমন রাজা তেমনি মন্ত্রী। এখনও প্রবাদবাক্যে শোনা যায়—

শনি রাজা কুজো মন্ত্রী।
বে সুরো গাইয়ের সনে
তালকাণা যন্ত্রী।"

আমাদের বাঙলা দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে নিম্নের প্রবাদবাক্যটি প্রচলিত আছে, তাহার আরম্ভই হইয়াছে উকিল (ব্যবহারজীব) কে লইয়া—

"উকিল খোঁজে মোকদ্দমা,
কোকিলে বসন্ত চায়,
অগ্রদানী নিত্যি গণে
কোন্ দিকে কে গঙ্গা পায়।
সাধু খোঁজে পরমার্থ
লম্পট খোঁজে বেশ্যালয়,
গোলমালেতে রেস্ত মেলে
হাটের ন্যাড়া হুজুক চায়।"

বর্ত্তমান ভারতের শাসক-গোষ্ঠীর উচ্চ স্তরের অনেক আসন আইন ব্যবসায়ীদের দ্বারা অলঙ্কৃত। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ উকিল। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ব্যারিষ্টার। তাঁহার পিতৃদেব পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ছিলেন সুবিখ্যাত আইনজ্ঞ। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীজীও ব্যারিষ্টার ছিলেন।

কাশ্মীর লইয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘে যে মামলা চলিতেছে তাহা যেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলালের মামলা-প্রীতিই প্রম.ণ করিতেছে।

হানাদারেরা যখন কাশ্মীর আক্রমণ করে ভারতীয় সৈনিকগণ প্রচণ্ড বিক্রমে তাহাদের তাড়াইয়া লইয়া চলিতে লাগিল মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহাদের (হানাদারদের) কাশ্মীর এলাকা ছাড়িয়া প্রাণ হইয়া পলাইতে হইত। এমন সময়ে মূলে আইন ব্যবসায় প্রয়াসী জহরলাল সাদা নিশান দেখাইয়া যুদ্ধ থামাইয়া মামলায় প্রবৃত্ত হইলেন। কাজেই—উকিল খোঁজে মোকদ্দমা" প্রবাদ প্রমাণিত হইল। এই মামলা ভারতের পক্ষে কত অনিষ্টকর তাহা স্বয়ং জহরলালই সব চেয়ে বোঝেন।

যখন গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ প্রচারে সারা ভারতে রাজনীতিক মহলে মামলা মোকদ্দমার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য শুরু হয় তখন ছাপরা জেলার সারণ একাডেমীর একটি ছাত্র উকিল বিরোধী নিম্নের কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন।

হায়! হায়!! হায়!!!
কুছ কহনে না যাত্ বাটে
বড়া পাপ আব্ তো
কামাওলে উকিলোয়া।

কাটি কাটি গলা মোরা
রূপেয়া কামাওলে
হামানিকে ভিখিয়া
মাঙাওলে উকিলোয়া।

হাম্ তো মুরুখ
কুছ ভুলচুক কইলি তো,
কাহে নাহি পহেলী
বুঝাওলে উকিলোয়া

এক ঝুট রহলো যে
হামারা কহলমে
দশ ঝুট ঘরমে
বানাওলে উকিলোয়া।

গিট্ পিট্ গিট্ পিট্
যায় কছরিয়ামে,
কা কা তুনা জজকো
শুনাওলে উকিলোয়া।

আশা তো লাগেলা মনে
জিতবো মোকদিমা,
একবারে ধসানা
গিরাওলেউকিলোয়া।

ডেরা পর্ আয় কর্ ল-বুক দেখি কর্,
হাইকোর্ট আপীল করাওলে উকিলোয়া।

আপনে হালুয়া ঔর
পুড়িয়া উড়ায় কর্,
হামানিকে সাতুয়া
চাটাওলে উকিলোয়া।

যাহাদের বৃত্তি অর্থাৎ উপার্জ্জনের পন্থা এই প্রকার দরদহীন তাহাদের নিকট সহৃদয়তা পাওয়া সুদূর পরাহত।

ভারতের স্বাধীনতা লাভ মাত্র যাঁহারা উল্লাসে ঘরের টাকা মুঠা মুঠা উড়াইতে আরম্ভ করিয়া নিজেদের ধাড়া হইতে বাচ্চা পর্য্যন্ত অপব্যয়ের রেশ (RACE) খেলিতে সুরু করিয়াছেন, তাঁহাদের বৃত্তির অনুযায়ী প্রবৃত্তি ভিন্ন আর কি আশা করা যাইতে পারে।

সিমেণ্ট প্রদানে কড়াকড়ি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘোষণা

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত প্রেসনোট দিয়াছেন :—

সিমেণ্টের চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ কম হওয়ায় সিমেণ্ট ব্যবহারের মিতব্যয়িতার জন্য গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন—

(১) সীমানা নির্দ্দেশক প্রাচীর, গৃহ প্রাঙ্গণে মোটর পথ অথবা দুই তলার অধিক উচ্চ সিনেমা কিংবা হোটেল জাতীয় বিলাস ভবন নির্ম্মাণের জন্য কোন সিমেণ্ট দেওয়া হইবে না।

(২) শ্রমিকদের জন্য পরিকল্পিত বাসস্থান ছাড়া অন্য কোন গৃহের দুই তলার অধিক নির্ম্মাণের জন্য কোন সিমেণ্ট দেওয়া হইবে না।

(৩) এক তলা এবং দুই তলা গৃহে সিমেণ্ট দেওয়া হইবে শুধু মেঝে, ছাদ, লিণ্টেল ড্যাম্প প্রুফের কাজের জন্য।

(৪) মেরামতির বেলায় যেটুকু মেরামত না করিলে গৃহ বাসের অযোগ্য এবং বিপদজনক হইয়া ওঠে, শুধু সেই টুকু মেরামতের উপযোগী সিমেণ্ট দেওয়া হইবে।

(৫) বেসরকারী শিল্প সংস্থায় শুধু জরুরী ও অপরিহার্য্য নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য সিমেণ্ট দেওয়া হইবে।

(৬) স্যানিটারী পায়খানা এবং চৌবাচ্চা নির্ম্মাণের জন্য সিমেণ্ট দেওয়া হইবে।

(৭) নূতন বিধি-নিষেধ নূতন পুরাতন সকল আবেদনপত্রের উপরই প্রযোজ্য।

(৮) মফঃস্বলের দাবী মফঃস্বলের বরাদ্দ হইতে পূরণ করিতে হইবে। কলিকাতা হইতে কোন সরবরাহ করা যাইবে না।

যতদিন না সিমেণ্টের উৎপাদন বাড়িতেছে, ততদিন এই ব্যবস্থা চলিবে।

সতর্কীকরণ

নিম্নস্বাক্ষরকারীদ্বয় ৺রমাভূষণ গাঙ্গুলী এষ্টেটের ৬ অংশের এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশ্যামাচরণ গাঙ্গুলী অবশিষ্ট ৬ অংশের মালিক—আমরা বহুদিন পরস্পর পৃথগন্নে ও পৃথক কারবারে আছি এবং নিজ নিজ হিস্যার সম্পত্তি নিজেরাই দেখাশুনা করিয়া থাকি। অপর কোন সরিককে কোন ভার দেওয়া নাই—আমাদের নিজ নিজ সহি ভিন্ন বকেয়া খাজনা আদায় খারিজ দাখিল বন্দোবস্ত বা হস্তান্তর করিবার অপর কাহারও কোন অধিকার নাই—জমিদারী উচ্ছেদের পূর্ব্বে মহালে একত্রে খাজনা আদায় জন্য তিন সরিক নামে যে এজমালি ছাপান দাখিলা ছিল তাহা জনৈক সরিক হস্তগত করিয়াছে। উক্ত দাখিলা দ্বারা বা অন্য কোন ভাবে কোন ব্যক্তি হাল বা পেছলা তারিখ দিয়া আমাদের অজ্ঞাতে বা বিনা সহিতে কোন সরিকের নিকট কোনরূপ খাজনা আদায় দিলে বা আমাদের হিস্যার সম্পত্তি বন্দোবস্ত লইলে বা কোন কিছু করিলে তদ্দ্বারা আমরা বাধ্য হইব না আমাদের হিস্যার সম্পত্তি হস্তান্তর বা খাজনা আদায় গণ্য হইবে না বা উহাতে আমাদের কোন দায়িত্ব নাই। জনসাধারণকে তন্মূলে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে। ইতি—তাং ৬।৪।৫৭

ভবদীয়—শ্রীবামাচরণ গাঙ্গুলী ও শ্রীপার্বতীচরণ গাঙ্গুলী
সাং ও পোঃ দহরপাড়।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানে। তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KA-18

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৮

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

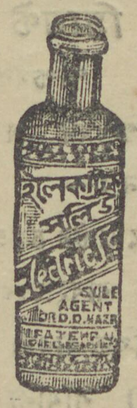

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, স্মৃতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পাটস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত